

সহীহ
আল বুখারী

১ম খণ্ড

صحيح البخاری

مجلد رقم ۱

كِتَابُ الْإِيمَانِ

(ঈমানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ :

রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
“ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।”

ঈমান হচ্ছে দীন ইসলামের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা।
আর এরূপ ঈমান বাড়ে ও কমে।^১

আল্লাহ বলেন :

لِيَزِدَادُوا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ -

“তাদের ঈমানের সাথে যেন ঈমান আরো বেড়ে যায়।”^২

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى -

“আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।”^৩

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى -

“আর যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দেন।”^৪

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ -

“যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে খোদাভীতি দান করেন।”^৫

وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا -

১. ইমাম বুখারী র. তার এ মতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন মনীযীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ঈমান ও আমল দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলেও মূলতঃ এক ও অভিন্ন। যেহেতু দুটি বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন কাজও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ; কাজেই আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি তদনুযায়ী কাজ করাকেও ঈমান বলা চলে। অতএব যত বেশী কাজ করা যাবে, ঈমান তত বৃদ্ধি হবে। আবার কাজ যত কম করা হবে ঈমান তত কম হবে। ঈমানের এরূপ ধারণা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই ঈমান বাড়ে ও কমে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও আওজাই র. প্রমুখ হাদীসবিদগণের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিসহ কাজ করার নাম ঈমান। কাজেই এদের মতেও ঈমান বাড়ে ও কমে।

অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, নিছক ঈমান হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাসসহ মৌখিক স্বীকৃতি। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈমান বাড়েও না কমেও না।

২. সূরা আল ফাভহ। ৩. সূরা আল কাহফ। ৪. সূরা মারইয়াম। ৫. সূরা মুহাম্মাদ।

“আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।”^৬

আব্বাহ আরও বলেছেন :

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا -

“এটা তোমাদের কারোর ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় কাজেই যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়।”^৭

وَقَوْلُهُ فَآخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا

“তাদেরকে ভয় কর ; অতপর তাদের ঈমান বেড়ে গেল।”^৮

وَقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا

“এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।”^৯

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيْمَانِ

“আর আব্বাহর জন্য ভালোবাসা এবং আব্বাহর জন্য শত্রুতা ঈমানের অংশ।”

উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আদী ইবনে আদীর নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, ঈমানের কতগুলো মৌলিক বিশ্বাস, ওয়াজিব, নিষিদ্ধ ও সুন্নাত কাজ রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব পরিপূর্ণভাবে পালন করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি এসবগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। আমি জীবিত থাকলে সেসব তোমাদের কাজের জন্য শীগগিরই বুঝিয়ে বলে দেব। আর মারা গেলে (তা পারবো না)। তবে তোমাদের সাথে থাকতে আমি আকাঙ্ক্ষী নই।

হযরত ইবরাহীম আ. বলেছেন : وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي “তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।” অর্থাৎ আমার মনের বিশ্বাস বেড়ে যায়।

মুআয ইবনে জাবাল রা. আসওয়াদ ইবনে হেলালকে বলেন : “আমাদের সাথে বসুন, কিছুকণ ঈমান আনি।”

ইবনে মাসউদ বলেন : ইয়াকীন সবটাই ঈমান।

ইবনে উমর রা. বলেন : “যা অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত বান্দা মূল তাকওয়া (ঈমান) লাভ করতে পারে না।”

মুজাহিদ র. বলেন, আব্বাহর বাণী : نُوْحًا - এর অর্থ হচ্ছে, “হে মুহাম্মাদ ! আমি তোমাকে এবং নূহকে একই দীনের হুকুম করেছি।”

ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আব্বাহর বাণী : شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا - এর অর্থ হচ্ছে পন্থা ও রাস্তা।

৬. সূরা আল মুদাসসির। ৭. সূরা আত তাওবাহ। ৮. সূরা আলে ইমরান। ৯. সূরা আল আহযাব

২. অনুচ্ছেদ :

তিনি আল্লাহর বাণী : **قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ** -এর **دُعَاءُكُمْ** শব্দের অর্থ 'ঈমান' বলেছেন।

৭. **عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خُمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزُّكُوةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ .**

৭. ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ; (২) নামায কায়েম করা ; (৩) যাকাত দেয়া ; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।

৩. অনুচ্ছেদ : ঈমানের বিভিন্ন বিষয়

আল্লাহ বলেছেন :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزُّكُوةَ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-سورة البقرة : ١٧٧ - قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ -

“তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরালে তাতে কোনো নেকী হয় না। বরং নেকী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে। আর আল্লাহর ভালবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও দানপ্রার্থীকে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে দান করবে। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে এবং দারিদ্র, কষ্ট ও জিহাদের সময় ধৈর্যধারণ করবে। এই সমস্ত লোকই সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।”^{১০} অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ^{১১}

৮. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ .**

১০. সূরা আল বাকারা : ১৭৭

১১. সূরা আল মুমিনুন : ১

৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন : ঈমানের শাখা হচ্ছে ষাটের কিছু বেশী এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৪. অনুচ্ছেদ : ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ،

৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন : যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই মুসলিম। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।

৫. অনুচ্ছেদ : সবচেয়ে ভাল ইসলাম কোনটি।

১০. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

১০. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ (মুসলিমের) ইসলাম সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. অনুচ্ছেদ : লোকজনকে খাওয়ানো ইসলামের কাজ।

১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন : খাদ্য খাওয়ানো (অভুজুকে) এবং চেনা-অচেনা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

৭. অনুচ্ছেদ : মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার অপর মুসলিম ভাই-এর জন্যও তাই পসন্দ করবে।

১২. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

১২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করে।

৮. অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ স.-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ।

১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর কসম, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর হই।

১৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

১৪. আনাস রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না ; যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই।

৯. অনুচ্ছেদ : ঈমানের মিষ্টি স্বাদ।

১৫. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ.

১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ পায়। (১) তার নিকট অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রিয়তর হয়। (২) কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। (৩) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জ্ঞান করে।

১০. অনুচ্ছেদ : আনসারদের^{১২} প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ।

১৬. عَنْ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

১৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

১১. অনুচ্ছেদ :^{১৩}

১৭. أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا

১২. যেসব মদীনাবাসী রসূল স. এবং মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

১৩. এ অনুচ্ছেদে মূল গ্রন্থে কোন শিরোনাম লিখিত নেই।

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبِأَعْيُنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

১৭. উবাদা ইবনে সামেত রা. যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আকাবাহ রাতের^{১৪} একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত, একবার একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর আশেপাশে বসে আছেন এমন সময় তিনি বললেন : তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ের বাইয়াত^{১৫} গ্রহণ করো যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কাউকেও মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর কোনো কিছু করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য এ শাস্তি কাফফারা^{১৬} হবে। আর যে ব্যক্তি ওগুলোর কোনো কিছু করে এবং তা আল্লাহ ঢেকে রাখেন, সে ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। তখন আমরা (সাহাবীগণ) ঐ শর্তে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

১২. অনুচ্ছেদ : ফেতনা থেকে দূরে থাকা দীনের কাজ।

۱۸. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِيَدَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ

১৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : এমন যুগ নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন ছাগল হবে মুসলিমের উত্তম সম্পদ। এটা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানির স্থানে চলে যাবে—নিজের দীন নিয়ে সে ফেতনা বা গোলযোগ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে।^{১৭}

১৪. নবুওয়াতের বার সনে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন লোক মক্কা গিয়েছিল। তারা রাতে গোপনে 'আকাবাহ' নামক স্থানে মিলিত হয় এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের ভেতর থেকে ১২ জনকে নকীব অর্থাৎ প্রতিনিধি ও নেতা নিযুক্ত করেন। এ রাতের নাম 'আকাবাহ' রাত।

১৫. 'বাইয়াত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, বিক্রয়। এখানে প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

১৬. 'কাফফারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে যে বস্তু কোনো কিছুকে ঢেকে দেয়। যেহেতু ভাল কাজ গোনাহকে ঢেকে ফেলে, এজন্য তাকে ইসলামের পরিভাষায় কাফফারা বলা হয়। এখানে ইসলামের ফৌজদারী আইনের শাস্তিকে অপরাধীর গোনাহের কাফফারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ শাস্তিতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে আশেরাতেও মুক্তি পায়। এটাই হচ্ছে ইমাম বুখারীর মত। অধিকাংশ ইসলামবিদগণ উক্ত মতই পোষণ করেন। এ হাদীসই তাঁদের দলীল।

১৭. একথা এমন যুগ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন কোনোক্রমেই দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর দীনকে কায়ম করার জন্য কোনো চেষ্টা করার ক্ষমতা ও সুযোগই থাকবে না এবং মুসলিমের পক্ষে নিজের ইমান রক্ষা করার জন্য এ পন্থা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। নতুবা আল্লাহর দীনকে কায়ম করার চেষ্টার মাধ্যমেই তো নিজের ইমান রক্ষা করা সম্ভব। আর এ চেষ্টা বাদ দিয়ে বৈরাগ্য জীবনযাপন করলে সমাজ আরও গোমরাহ হওয়ার সুযোগ পাবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দীনের দায়িত্ব পালন না করলে গোনাহগার হবে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট দলীল আছে।

১৩. অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী : ‘আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।’
আর আল্লাহকে জানা ও চেনা মনের কাজ। কারণ আল্লাহ বলেছেন :

وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ .

“কিন্তু তিনি তোমাদের মনের কৃতকর্মের দরুন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।” ১৮

১৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِّنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنِ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُم بِاللَّهِ أَنَا .

১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন লোকদেরকে হুকুম দিতেন, তখন এমন কাজের হুকুম দিতেন যা করার সাধ্য তারা রাখত। (একবার) তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সব ক্রটি মাফ করে দিয়েছেন। (কাজেই আপনার চেয়ে বেশী ইবাদাত করা আমাদের কর্তব্য) এতে রসূলুল্লাহ স. রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর চেহারা রাগের চিহ্নও দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, “আমিই তো তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।”

১৪. অনুচ্ছেদ : মানুষ আশুনে নিষ্কিণ্ড হতে যেমন চায় না, তেমনই কুফরির মধ্যে ফিরে যেতে চায় না, তার এ অবস্থা ঈমানের অংশ।

২০. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

২০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পেয়েছে। (১) আল্লাহ ও রসূলই অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট প্রিয়তর। (২) সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কোনো বান্দাকে ভালবাসে। (৩) সে ব্যক্তি আশুনে নিষ্কিণ্ড হতে যেমন রাষী হয় না, তেমনই আল্লাহ তাকে (ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তিদানের পর (পুনর্বীর) কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে রাষী হয় না।

১৫. অনুচ্ছেদ : কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব।

২১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قِدَاسُودُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٍ فَيَنْبَتُونَ كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً .

২১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ বলবেন : যার দিলে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের কর। তখন তাদেরকে কালো অবস্থায় বের করে হায়া (বৃষ্টি) কিংবা হায়াতের^{১৯} (নবজীবন) নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি (সুন্দর হয়ে) উঠবে। তুমি কি দেখনি উক্ত বীজের গাছগুলো হলুদ রং-এর তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয় ?

২২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التُّدْيَ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعَرَضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

২২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, লোকদেরকে জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট আনা হচ্ছে। তাদের কারও জামা বুক পর্যন্ত লম্বা, আবার কারও জামা তার চেয়ে ছোট। তবে উমর ইবনে খাত্তাবকে আমার নিকট উপস্থিত করা হলো এমন অবস্থায় যে তার (লম্বা) জামা সে টেনে ধরে চলছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করলেন? তিনি উত্তরে বললেন : '(জামার অর্থ) দীন'^{২০}

১৬. অনুচ্ছেদ : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার পিতা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ স. এক আনসারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল।^{২১} রসূলুল্লাহ স. বললেন : তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ।

১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ .

১৯. হাদীসটির বর্ণনাকারী মালেক এখানে সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন, শব্দটি حيا কিংবা حياة হবে। হায়া অর্থ বৃষ্টি। আর হায়াত অর্থ জীবন। মূল অর্থ হচ্ছে, এমন পানিতে তাদেরকে গোসল করানো হবে যে, তাতে তারা সুন্দর, সুশ্রী ও সুঠাম দেহী হয়ে উঠবে। বর্ণনাকারী উহায়েব র. আমরের বরাত দিয়ে حيا শব্দটির স্থলে حياة এবং خردل من خير ایمان -এর স্থলে خردل من خير বলেছেন।

২০. লম্বা জামা যে অধিক দীনদারীর আলামত এখান থেকে তা প্রমাণ হয় না। বরং রসূলুল্লাহ স. লম্বা জামাকে এখানে একটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একদিকে অনেকে দীনকে খাটো করে ফেলছেন বা ফেলবেন কিন্তু হযরত উমর রা. তাঁর জামা টান করে চলছেন অর্থাৎ দীনকে হুবহু মেনে চলছেন। তার মধ্যে কিছু বাড়ানো না, কিছু কমানোও না।

২১. এ লোকটির ভাই অতীব লজ্জাশীল ছিল। তাই সে তাকে অত লজ্জা তাগ করার উপদেশ দিচ্ছিল।

“যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও।”^{২২}

২৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

২৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল; আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন ওগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে^{২৩} নিজেদের রক্ত ও ধন বাঁচাতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।

১৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বলে ঈমান হচ্ছে কাজ :

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“আর তোমরা (দুনিয়ায়) যে কাজ করছিলে, তারই বদলে সেই জান্নাত তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।”^{২৪}

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন :

فَورَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

“তোমার রবের কসম তারা যাকিছু করছে সে সম্পর্কে আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবো।”^{২৫}

কতিপয় ইসলামবিদের মতে, উপরোক্ত আয়াতে কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের কথাই আল্লাহ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন :

لِمَثَلٍ هَذَا فَلَيعْمَلِ الْعَمَلُونَ .

“এরূপ সাক্ষ্যের জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত।”^{২৬}

২২. সূরা আত তাওবা : ৫

২৩. এখানে ইসলামের হক রক্ত সঙ্কে তিনটি। (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে। (২) বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন হওয়ার পর যিনা করলে এবং (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া ইসলামের হক। ধন সঙ্কে ইসলামের হক হচ্ছে যাকাত।

২৪. সূরা আয যুখরুফঃ ৭২। ২৫. সূরা আল হিজর : ৯২-৯৩। ২৬. সূরা আস সাক্ষাত : ৬১।

২৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, 'ঋণহীন হজ্জ।'

১৯. অনুচ্ছেদ : প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার করলে অথবা হত্যাভয় ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে মুমিন হওয়া যায় না এবং এরূপ ইসলাম আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلُوبُنَا لَمْ تَأْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .

"থাম্য লোকেরা বলে, তারা ঈমান এনেছে।' আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি', বরং বল, 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি।' আসলে তোমাদের অন্তরে ঈমান মোটেই প্রবেশ করেনি।" ২৭

প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۝
"নিসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন চায়, তার সে দীন কখনও গ্রহণ করা হবে না।" ২৮

২৬. عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ .

২৬. সা'দ রা. থেকে বর্ণিত^{২৯} আছে, রসূলুল্লাহ স. একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ সেখানে ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তি ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।'^{৩০} তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, 'আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি।' তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।' এতে আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম এবং রসূলুল্লাহ স. আবার পূর্বের জবাব দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হে সা'দ! আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়। এ আশংকায় (এরূপ করি) যে, পাছে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে) আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।'^{৩১}

২০. অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপক প্রচলন ইসলামের অঙ্গ।

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مِّنْ جَمْعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنصَافَ مِنْ نَفْسِكَ وَبَدَلَ
السَّلَامَ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقَ مِنَ الْإِقْتَارِ -

আম্মার রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি গুণ হাসিল করে সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে।

(১) তোমার নিজের সম্পর্কে ইনসাফ করা, (২) সকলকে ব্যাপকভাবে সালাম দেয়া এবং (৩) অভাবগস্ত অবস্থায় দান করা।

২৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ
تَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন : 'অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা ও অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।'

২৯. ইউনুস, সালাহ, মুয়াম্মার ও ইবনে আলী যুহরীও এ হাসীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩০. অন্তরে বিশ্বাসীকে মুমিন বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলতঃ অন্তরের সাথে। আর বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। কাজেই বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক। এ কারণে এখানে নবী স.-এর কথার তাৎপর্য এই, 'তুমি তো তার অন্তরের খবর রাখ না। কাজেই তাকে মুমিন না বলে মুসলিম বলাই তোমার উচিত।'

৩১. একথার অর্থ এই যে, যার ঈমান সবল তাকে তো রসূলুল্লাহ স. বেশী ভালবাসেন, কিন্তু তাকে না দিলে সে মন খারাপ করে কোনো গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে যাবে না। অপর দিকে দুর্বল ঈমানদারকে না দিলে সে হয়ত গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে চলে যেতে পারে। তাই তিনি তার ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি লাভের জন্য তাকে দান করেছেন।

২১. অনুচ্ছেদ : স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতা ।^{৩২}

এ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরীও নবী স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

২৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ : أَيْكُفْرْنَ بِاللَّهِ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

২৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত । নবী স. বলেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো । আমি দেখলাম, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক । তারা কুফরী করে । জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে?’ তিনি বললেন : ‘তারা স্বামী এবং উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোনো ক্রটি দেখলে বলে, ‘আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি।’

২২. অনুচ্ছেদ : গুনাহের কাজ মূর্খতা । কেউ শিরুক ছাড়া অন্য গুনাহ করলে তাকে কাফের বলা হয় না ।

এ ব্যাপারে নবী স. বলেন : “তুমি এমন লোক যে, তোমার মধ্যে মূর্খতা রয়ে গিয়েছে।” আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

“নিচয়ই আল্লাহর সাথে শিরুক করলে তিনি তা ক্ষমা করেন না । আর তিনি যাকে চান তার অন্য সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন ।”^{৩৩}

وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا .

“আর মুমিনদের দুটি দল সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও ।”^{৩৪}

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদের মুমিন বলে উল্লেখ করেছেন ।^{৩৫}

৩২. আল্লাহকে অবিশ্বাস করাকে যেমন কুফরী বলা হয়, তেমনি অকৃতজ্ঞতা অর্থেও কুফরী শব্দ ব্যবহৃত হয় ; এখানেও এ শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে । কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যায় । কিন্তু স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অথবা কারও উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ইসলামের পরিভাষায় কাফের হয়ে যায় না । তথাপি এটাও একটা কুফরী পর্যায়ের গুনাহ তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় । এভাবে কুফরী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । ইমাম বুখারী এখানে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর আনুগত্যকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি কোনো গুনাহের কাজকেও কুফরী বলা যায় । তবে এরূপ কুফরী ধারা কেউ একেবারে দীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে কাফের হয়ে যায় না । কাজেই সব কুফরী এক পর্যায়ের নয় । তার মধ্যে অবশ্য ছোট-বড়র প্রকারভেদ রয়েছে । সবচেয়ে বড় কুফরী হলো আল্লাহর উপকার ভুলে গিয়ে তাকে অমান্য করা । কেননা আল্লাহর উপকারই সবচেয়ে বড় ও বেশী ।

৩৩. সূরা আন নিসা : ৪৮ । ৩৪. সূরা আল হুজুরাত : ৯

৩৫. অতএব পরস্পর মারামারি করা বড় গুনাহ হলেও এতে ঈমান একেবারে চলে যায় না । এরূপ গুনাহগারকে কাফের বলা যায় না । কিন্তু শিরুক করলে কাফের হয়ে যায় । উল্লেখ্য, এটা খারিজীদের প্রতিবাদে বলা হয়েছে ।

আহনাফ ইবনে কায়স হযরত আলী রা.-এর সাহায্যের জন্য বের হওয়াই সঠিক কথা—অতএব হযরত ওসমান না বলাই ভাল ।

২৯. عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالِ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ .

২৯. আহনাফ ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেন : আমি এ ব্যক্তিকে [আলী রা. অথবা উসমান রা.] সাহায্য করতে চললাম। পশ্চিমধে আবু বকরা রা.-এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যেতে চাও?' আমি বললাম, 'এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'ফিরে যাও', কারণ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : "যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হয়।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো হত্যাকারীর কথা, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কেমন হলো? তিনি বললেন, "সে তার সাথীকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল।" ৩৬

৩০. عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

৩০. মা'রুর রা. বর্ণনা করেন, আমি একবার আবু যারের সাথে রাবাযা নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম উভয়ই তখন এক একটি চাদর ও লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমি একবার কোনো একজন (নিজের ক্রীতদাস)-কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী স. আমাকে বললেন, হে আবু যার! তুমি তাকে তার মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দিলে? তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে এখনো মূর্খতা রয়ে গেছে। ৩৭ তোমাদের চাকররা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন

৩৬. অন্তরে কোনো গুনাহের কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করাও গুনাহ। কাজেই নিহত ব্যক্তিকে ও তার সাথীকে হত্যা করার লালসা ও সংকল্পের কারণে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। এটাই অধিকাংশ আলেমদের অভিমত।

৩৭. এখানে মূর্খতার অর্থ হচ্ছে জাহেলী যুগের অভ্যাস। ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে গালি দেয়া বা কারো মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দেয়া অজ্ঞানতার পরিচয়। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ স.-এর একথা থেকে বুঝা যায়, সমস্ত গুনাহের কাজই মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য করো।

২৩. অনুচ্ছেদ : যুলুমের প্রকারভেদ।^{৩৮}

৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ فَإَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

৩১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ -

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশায়নি, তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।”^{৩৯} তখন রসূলুল্লাহ স-এর সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোনো যুলুম করেনি? মহান আল্লাহ তখন নাযিল করলেন : “الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ” “শিরক অবশ্যই বিরাট যুলুম।”^{৪০}

২৪. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকের আলামত।^{৪১}

৩২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৩) আর তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

৩৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৩৮. কুফরীর মত যুলুমও ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের। যুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ‘কোনো কিছুকে যথাস্থানে না রাখা।’ যে কোনো গুনাহের কাজে এ অর্থ পাওয়া যায় বলে প্রত্যেক গুনাহই যুলুম। আর গুনাহ ছোট ও বড় এবং বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কাজেই যুলুমও বিভিন্ন প্রকার।

৩৯. সূরা আল আনয়াম

৪০. সূরা লুকমান। এ আয়াত দ্বারা প্রথমত আয়াতে উল্লেখিত যুলুম শব্দের অর্থ শিরক বুঝানো হয়েছে। শিরক দ্বারা আল্লাহর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ করা হয়। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শিরক করা মানে তাকে তার স্থান থেকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহর স্থানে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করা। এতে আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয় না। এজন্য শিরক হচ্ছে বৃহত্তম যুলুম। এতে ঈমান থাকে না। অন্য প্রকার যুলুম করলে ঈমান কমে যায় বটে, কিন্তু একেবারে চলে যায় না। এভাবে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা সাহাবীগণের উদ্দিগ্নতা দূর হলো।

৪১. মুনাফেকী অর্থ বাইরের সাথে ভেতরের গরমিল। এরূপ গরমিল আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপার হলে কুফরী হয়ে যায়। এছাড়া কাজের মধ্যেও মুনাফেকী হয়ে থাকে। সেটিই এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস দু’টিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেনঃ চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়।

(এ হাদীসটির সনদে আ'মাশের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এ আ'মাশ থেকে শো'বাও অনুরূপ আরো^{৪২} অনেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

২৫. অনুচ্ছেদ : কদরের রাতে ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

৩৪. ৩৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে^{৪২} সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।^{৪৩}

২৬. অনুচ্ছেদ : জিহাদ করা ঈমানের অঙ্গ।

৩৫. ৩৬. عَنْ أَبُو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرَجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِي وَتَصَدِيقُ بِرَسُولِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَيْتُمْ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَيْتُمْ ثُمَّ أَقْتُلُ .

৩৫. আবু যুরআহ রা. বলেছেন, আমি আবু হুরাইরাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী স. বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যায়, সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহ তার দায়িত্ব এই বলে গ্রহণ করেনঃ 'শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস^{৪৪} অথবা আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকারের দাবীই তাকে এ পথে বের করে, যাতে আমি যেন তাকে তার পুরস্কার অথবা গণীমাতের মালসহ (বাড়ীতে) ফিরিয়ে আনি অথবা জান্নাতে

৪২ ক. এ সমস্ত কাজে যে কোনো মুনাফেকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর মতে, এ সমস্ত কাজের দরুন ঈমান কমে যায়।

৪২ খ. রমযান মাসে লাইলাতুল কদরের কথা কুরআন শরীফের সূরা 'কদরে' উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশী। তাই এ রাতে ইবাদত করলে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু এজন্য মজবুত ঈমান থাকা অপরিহার্য। কাজেই কদরের রাতে ইবাদত করার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

৪৩. এখানে সগিরা বা ছোট ছোট গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে, কবির বা বড় বড় গুনাহের কথা নয়। কারণ কবির গুনাহ মাফের জন্য তওবা ও অনুরূপ বিশিষ্ট কার্যক্রমের প্রয়োজন।

৪৪. আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাগিদেই মুমিন জিহাদ করতে যায়। কাজেই ঈমান ও জিহাদ ওত্থোতভাবে জড়িত। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বুঝা যায়।

প্রবেশ করিয়ে দেই।' [রসূলুল্লাহ স. বলেন] আমি যদি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন মনে না করতাম, তবে আমি কোনো ক্ষুদ্র সেনাদলেরও পেছনে থাকতাম না।^{৪৫} আমি অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।^{৪৬}

২৭. অনুচ্ছেদ : রমযানে নফল ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

২৬. ۳۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে, তার পূর্বের (সগিরা) গুনাহ মাফ করা হয়।

২৮. অনুচ্ছেদ : সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা ঈমানের অঙ্গ।

২৭. ۳۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।

২৯. অনুচ্ছেদ : দীন সহজ। নবী স. বলেছেন : একমুখী হয়ে^{৪৭} সহজভাবে দীনের কাজ করাই আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।

২৮. ۳۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الدِّينَ يُسْرًا وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ -

৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, দীন সহজ। যে কেউ দীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়।^{৪৮} কাজেই তোমরা

৪৫. রসূলুল্লাহ স.-কে অগ্রগামী দেখলে সাহাবীগণ আরও উৎসাহিত হয়ে সকলেই জিহাদে যেতে চাইতেন। এমতাবস্থায় সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় সকলের পক্ষে জিহাদে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। এতে তাঁরা মনঃকষ্ট পেতেন। আবার সকলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জিহাদের প্রবৃত্তি সম্পন্ন করাও উম্মতের পক্ষে কঠিন হতো।

৪৬. এ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জিহাদ ও শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা বুঝান হয়েছে।

৪৭. মূল শব্দ 'হানিফিয়াত'। এর মানে, গোটা মানব জাতির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মুক্তি ও যাবতীয় কল্যাণ শুধু দীন ইসলামে রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে পূর্ণ আস্থা সহকারে ইসলামের নির্দেশিত পথে চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের একই পন্থা অবলম্বন করা এবং অন্য কোনো দিকে আদৌ জরুজ্ঞপ না করা এবং ইসলাম বিরোধী মত ও পন্থের সাথে কোনো অবস্থাতেই আপোষ না করা।

৪৮. দীন ইসলামের অনেক কাজই বেশ সহজ ও আনন্দময়। এগুলো পরিহার না করে যথারীতি করতে থাকলে কঠিন কাজগুলো করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া যেসব কঠিন কাজে পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, সেগুলোও অল্প অল্প করে সহজ ও স্বাভাবিক পন্থায় নিয়মিতভাবে করতে থাকলে সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু যে ব্যক্তি সহজ কাজকে অস্বাভাবিক পন্থায় করতে গিয়ে কঠিন করে তোলে এবং সব ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে অভ্যস্ত হয়, তার জীবন নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, সহজ ও কঠিন কোনোটাই ঠিকমত করতে পারে না। এভাবে সে বাস্তব ক্ষেত্রে দীনের কাজ করার ব্যাপারে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

মধ্যমপথ অবলম্বন কর এবং (দীনের) কাছাকাছি হও, আর হাসিমুখে থাক।^{৪৯} আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

৩০. অনুচ্ছেদ : নামায ঈমানের অংশ।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ -

“আল্লাহ তোমাদের ঈমান—অর্থাৎ তোমাদের নামায, যা তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পড়েছ—নষ্ট করে দেবেন না।” (এ আয়াতে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে।)

২৯. عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلْتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ مَّعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ -

৩৯. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মদীনায এসে প্রথমে আনসারদের মধ্যে তাঁর নানা বাড়ী বা মামা বাড়ীতে নামেন। আর তিনি ষোল কি সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। (এ সময়) তিনি তাঁর কা'বা ঘরের দিকে কিবলা হওয়াটাই কামনা করতেন। যে নামায তিনি প্রথমে কা'বা ঘরের দিকে পড়েন, তা ছিল আসরের নামায; এবং একদল (সাহাবীও) তাঁর সাথে এ নামায পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন সেখান থেকে বের হয়ে এক মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুসল্লীগণ রুকু'তে ছিলেন। তিনি (তাদেরকে) বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এলাম।' (এ খবর শুনে) তাঁরা উক্ত অবস্থাতেই কা'বা ঘরের দিকে ঘুরে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, ইয়াহুদী ও অপর আহলে কিতাবদের তা ভাল লাগত। কিন্তু তিনি যখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ ঘুরালেন, তখন তারা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

৪৯. এর মানে, সব ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যম পন্থায় দীনের কাজ করতে থাকো। বাহানাবাজী, অলসতা ও উদাসীনতা পরিহার করে যথাসাধ্য কাজের মাধ্যমে অন্ততঃ দীনের মূল দাবীর কাছাকাছি থাকো। আর যতটুকু যা করতে পারো তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার সুখবরে সন্তুষ্ট থাকো।

যুহায়ের র. বলেন, আবু ইসহাক এ হাদীসে বারান্বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে কতিপয় সাহাবী ইস্তিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তাদের (নামাযের) ব্যাপারে আমরা কি বলবো তা জানতাম না। আল্লাহ তাআলা তখন নাযিল করলেন : “আল্লাহ তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ নামায) বৃথা যেতে দেবেন না।” মানে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বেকার নামায বৃথা যাবে না। আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন।

৩১. অনুচ্ছেদ : সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ।^{৫০}

আবু সাঈদ খুদরী রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামটা সুন্দর হয়, আল্লাহ তার পূর্বেকার প্রত্যেকটি গুনাহ ঢেকে (মাফ করে) দেন। তারপর (ভাল-মন্দ কাজের এরূপ) প্রতিদান দেয়া হয়। ভালোর বদলে দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত; আর মন্দের বদলে ঠিক ততটুকু মন্দ, তবে আল্লাহ তাও মাফ করে দিতে পারেন।^{৫১}

৬০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : যখন তোমাদের কেউ তাঁর ইসলামকে সুন্দর করে তোলে, তখন সে যে ভাল কাজ করে তার বিনিময় দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। কিন্তু সে যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময় তার জন্য (কেবলমাত্র) ততটুকুই লেখা হয়।

৩২. অনুচ্ছেদ : যে কাজ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করা হয় তা সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রিয়তম।^{৫২}

৬১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فَلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَا عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يُمَدُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৫০. পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সমগ্র চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজে আল্লাহর পরিপূর্ণ দীনকে গ্রহণ করলে তবেই হয় সুন্দর ইসলাম। এরূপ সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথাই বলা হয়েছে।

৫১. আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আসলে শান্তি দিতে চান না। তাই সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। তাছাড়া ভাল কাজ করলে তার মান অনুযায়ী দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেবেন। কিন্তু মন্দ কাজের বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে বান্দা যতটুকু মন্দ কাজ করবে, ঠিক ততটুকুই তার শাস্তি দেবেন। তবে যদি তাও তিনি মাফ করে দেন তাহলে কোনো শাস্তিই হবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫২. মুমিনের সমস্ত কাজই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন হওয়া উচিত। আল্লাহর দীনের সমস্ত কাজই বেশ সাজানো গোছানো। আল্লাহর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান। দীনের কাজ কখনো খুব বেশী করা কখনো খুব কম করা অথবা মোটেই না করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। অল্প হলেও সব কাজ সাজিয়ে গুছিয়ে কঠিন অনুযায়ী সর্বদা নিয়মিতভাবে করা আল্লাহ পছন্দ করেন। এতে তিনি বরকত দেন। আর এভাবে বাস্তব জীবন শৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

৪১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একবার) তাঁর কাছে এলেন তখন তাঁর নিকট একটি মেয়ে (বসে) ছিল। তিনি [নবী স.] জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে?' আয়েশা রা. বললেন, 'অমুক' এই বলে তিনি মেয়েটির নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। [নবী স.] বললেন : থাম যতটা তোমাদের সাথে কুলায়, ততটা করা উচিত। আল্লাহর কসম, তোমরা ক্লাস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লাস্ত হন না।^{৫৩} আর যে কাজ কেউ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করে, সেটিই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।

৩৩. অনুচ্ছেদ : ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَزِدْنَهُمْ هُدًى - وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا -

"আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।^{৫৪} আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।"^{৫৫}

আল্লাহ আরো বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"^{৫৬}

পূর্ণ বস্তুর কোনো অংশ ত্যাগ করলে সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।^{৫৭}

৪২. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِيمَانٍ مَكَانٍ مِنْ خَيْرٍ -

৪২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা যব পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা গম পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ সততা থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) আ'বান এর বরাত দিয়ে বলেন, আবান র. কাতাদা র. আনাস রা. নবী স. থেকে সততা (خير) শব্দটির স্থানে ঈমান বলেছেন।^{৫৮}

৪৩. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي

৫৩. অর্থাৎ তোমরা তো কাজ করতে করতে ক্লাস্ত হয়ে পড়। কিন্তু কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ক্লাস্তি নেই। তোমরা যত কাজ করো, তিনিও ততই তার প্রতিদান দেন। আর তোমরা যখন ক্লাস্ত হয়ে কাজ করতে পারো না, তখন আল্লাহও প্রতিদান দেন না।

৫৪. সূরা আল কাহফ। ৫৫. সূরা আল মুদাসসির। ৫৬. সূরা আল মায়দা।

৫৭. এতে ঐ বস্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার কোনো বস্তুতে আর কিছু যোগ দিলে, সেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে ইমাম বুখারীর মতে, যেহেতু দীন ও ঈমান অভিন্ন, কাজেই দীনের হ্রাস ও বৃদ্ধি হলে ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

৫৮. ঈমানকে যব, গম ও অণু পরিমাণ বলায় বুঝা গেল যে, ঈমান কমে যায়।

كِتَابِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ
 أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا. قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى
 النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعِرْفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

৪৩. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। কোনো একজন ইয়াহুদী তাকে বললো, হে
 আমীরুল মু'মিনীন, আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, আপনারা তা পড়ে থাকেন।
 যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল হতো, তবে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের
 (আনন্দোৎসব) দিন করে নিতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কোন্ আয়াত?'
 ইয়াহুদী বললো, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا. "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং
 তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন
 হিসেবে মনোনীত করলাম।" উমর রা. বললেন, যে দিন এবং যে স্থানে উক্ত আয়াত নাযিল
 হয়েছিল, তা আমরা জানি। (ঐ সময় বিদায় হজ্জ) নবী স. শুক্রবারে আরাফাতে দাঁড়ান
 ছিলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ : যাকাত ইসলামের অংশ।

আব্বাহ তাআলা বলেছেন :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ .

"আর তাদেরকে তো এ হুকুমই করা হয়েছে যে, তারা যেন আব্বাহর ইবাদাত করে ;
 দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একমুখী হয়ে নামায কায়ম করে এবং
 যাকাত দেয়। আর এটাই হচ্ছে মজবুত দীন।" ৫৯

٤٤. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ
 ثَائِرِ الرَّأْسِ نَسَمَعَ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ
 الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى
 غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى
 غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى
 غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ قَالَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى
 هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

৪৪. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক নজদ্বাসী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝছিলাম না। শেষে সে কাছে এসেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন : ৪ দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, ‘না’; ‘তবে অতিরিক্ত (নফল) পড়তে পারো।’ রসূলুল্লাহ স. বললেন, ‘আর রমযানের রোযা।’ সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, ‘না’; ‘তবে নফল (রোযা) রাখতে পারো।’ রাবী^{৬০} বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি?’ রসূলুল্লাহ স. বললেন, ‘না’; তবে নফল দান করতে পারো।’ রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি একথা বলতে বলতে ফিরে গেল : ‘আল্লাহর কসম, আমি এর বেশীও করবো না, কমও করবো না।’^{৬১} তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, “লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তাহলে সফলকাম হয়েছে।”

৩৫. অনুচ্ছেদ : জানাযার (মৃতদেহ) পেছনে চলা ঈমানের অংশ।

৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ نَفْسِهَا فَانَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَانَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابِعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَدِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : যে কেউ ঈমানসহ সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম ব্যক্তির জানাযার (মৃতদেহের) পেছনে চলে এবং তার নামায পড়া ও দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কীরাত^{৬২} সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। এর প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের মত। আর যে ব্যক্তি নামায শেষ করে দাফনের পূর্বে ফিরে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে আসে।

ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীসের ন্যায় বসরার জামে মসজিদের মুয়াযযিন উসমান ও আউফ, মুহাম্মাদ ও আবু হুরাইরা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬. অনুচ্ছেদ : (ক) মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা। ইবরাহীম তাইমী র. বলেন : “আমি আমার কথাকে আমার কাজের সাথে মিলাতে গিয়েই মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় পেয়েছি।”

৬০. ‘রাবী’ শব্দটি হাদীস বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এর মানে ‘হাদীস বর্ণনাকারী’। এখানে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

৬১. এটিই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের বিধানে কোনো কমবেশী না করে যথাযথভাবে তা পালন করার প্রতিজ্ঞা করাই যথার্থ মুমিনের পরিচায়ক।

৬২. কীরাত : তখনকার আরবী দিরহামের ১৪ অংশ পরিমাণ বিশেষ। এটা চার গনের সমতুল্য পরিমাণ হতে পারে। এখানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উহুদ পাহাড়ের সমান বলে খুব বেশী পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, “আমি নবী স.-এর তিরিশজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় করতেন। তাদের কেউই জিবরাঈল আ. ও মীকাঈল আ.-এর মত ঈমানদার হওয়ার দাবীও করতেন না।

হাসান বসরী থেকে কথিত আছে, ঈমানদারই মুনাফেকীর ভয় করে। আর এ ব্যাপারে মুনাফেকই নিশ্চিত থাকে।

(খ) তাওবা না করে পরস্পর মারামারি ও গুনাহের কাজে পূর্ববৎ লিপ্ত থাকা থেকে বিরত রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

“তারা (পূর্বে) যেসব (গুনাহের) কাজ করেছে তা জ্ঞাতসারে আর করেনি।”

৬৬. عَنْ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِيَّةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৪৬. যুবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে মুরজিআ^{৬৩} সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেন : মুসলমানকে গালাগালি করা বড় গুনাহ, আর তার সাথে মারামারি করা কুফরী।^{৬৪}

৬৭. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفِعَتْ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ التَّمِسُّوهُا فِي السَّبْعِ وَالْتِسْعِ وَالْخَمْسِ .

৪৭. আনাস রা. বলেন, উবাদা ইবনে সামেত আমাকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ স. একবার শবে কদর সম্পর্কে অবগত করার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। এতে তিনি বললেন : “আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করলো। এ কারণে এর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হলো।^{৬৫} তবে এতে তোমাদের জন্য ভালই হবে বলে আশা করা যায়। তোমরা এটাকে (রমযানের) সাতাশ, উনত্রিশ ও পঁচিশ তারিখে অনুসন্ধান করে।”^{৬৬}

৬৩. ‘মুরজিআ’ একটি সম্প্রদায়ের নাম। তারা ঈমানের সাথে আমল বা কাজকে জরুরী মনে করে না। তাদের মতে গুনাহের কাজে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি কবিরা গুনাহ করলেও কেউ ফাসেক হয় না।

৬৪. এ কথায় মুরজিআদের মত বাতিল প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ মুসলমানকে গালি দেয়া এবং তাদের সাথে মারামারি করা ফাসেকী ও কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৫. পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করার দরুন আল্লাহ রমযান মাসের কোন্ তারিখে শবে কদর হয় তার জ্ঞান উঠিয়ে নিলেন। একথা দ্বারা অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বের করা যায়।

৬৬. এভাবে শবে কদর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুমিনগণ কয়েকটি রাতে ইবাদত করে বেশী সওয়াব লাভ করার সুযোগ পাবে। ফলে তার জন্য ভালই হবে।

৩৭. অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহুসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে জিবরাঈল আ.-এর প্রশ্ন এবং নবী স.-এর উত্তর। এরপর তিনি বলেন, জিবরাঈল এসে তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দান করেন। অতএব বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত বিষয়গুলোকে দীন বলে গণ্য করেছেন। এছাড়া আবদুল কাইস্ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট নবী স. যাকিছু বলেছেন তাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (আর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও দীন একই জিনিস।) আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন সন্ধান করে তার সে দীন কখনোই গ্রহণ করা হবে না।” ৬৭

৪৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْإِسْلَامُ، قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْأَيْلِ النَّبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ.

৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. লোকদের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ‘ঈমান কি?’ তিনি বললেন : ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, (পরকালে) তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ‘ইসলাম কি?’ তিনি বললেন : ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবে এবং তাঁর সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়ম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দেবে এবং রমযানে রোযা রাখবে।” সে জিজ্ঞেস করলো, ‘ইহুসান কি?’ তিনি বললেন : (ইহুসান এই যে) তুমি (এমনভাবে আল্লাহর) ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ তিনি বললেন, এ

ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) শর্তগুলো (লক্ষণ) বলে দিচ্ছি, “যখন বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং কাল উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।” যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। এরপর নবী স. এ আয়াত পড়লেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো জীবই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন্‌ যমীনে সে মরবে তাও জানে না। আল্লাহই সব জানেন ও খবর রাখেন।” ৬৮

এরপর লোকটি চলে গেল। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু সাহাবীগণ দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, “ইনি (ছিলেন) জিবরাঈল আ. ; লোকদেরকে তাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।”

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : এ হাদীসে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, সেসবগুলোকে রসূলুল্লাহ স. (শেষ বাক্যে) ঈমান বলে গণ্য করেছেন। ৬৯

৩৮. অনুচ্ছেদ : ৯০

٤٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

৪৯. উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের বরাত দিয়ে বলেন : বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে বলেন, ‘আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে কি কমছে? তুমি মন্তব্য করলে, তারা

৬৮. সূরা-লুকমান। এ আয়াতগুলোতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না।

৬৯. ইমাম বুখারী র.-এর মতে ঈমান, ইসলাম ও দীন এক ও অভিন্ন। কারণ সব বিষয় বলার পর রসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-এর দীন শিক্ষাদানের কথা বলায় বুঝা গেল যে, এ হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলো যার মধ্যে ঈমানের কথাও রয়েছে, দীন বলে গণ্য করা হয়েছে। অতএব দীনকে ঈমানও বলা যায়। এভাবে দীন, ইসলাম ও ঈমান এক ও অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়।

৭০. মূল গ্রন্থে কোনো শিরোনাম লিখিত নেই।

বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটা পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি মন্তব্য করলে 'না'। ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হয়। তার প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হয় না।

৩৯. অনুচ্ছেদ : নিজের দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা।

৫০. عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنُ وَيِنَّهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَواقِعَهُ إِلَّا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى إِلَّا أَنْ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ إِلَّا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ .

৫০. নূ'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মত হয়ে যায়, যে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আরো শোন, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর। একথাও শোন, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভাল থাকলে গোটা দেহ ভাল থাকে। আর তা খারাপ হলে গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে 'কল্ব'।

৪০. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ঈমানের একটি বিষয়।

৫১. عَنِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَّالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مِنَ الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارٍ مُّضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصَلِّ نَخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ

الْأَشْرِبَةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ، قَالَ
 أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، وَآيْتَاءُ الزَّكَاةَ، وَصِيَامَ
 رَمَضَانَ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الْحَنْتَمِ
 وَالِدَبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَتِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمَقْبِيرِ، وَقَالَ أَحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ
 مَنْ وَرَاءَكُمْ.

৫১. আবু জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। তিনি একবার আমাকে বললেন, ‘তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে একটা অংশ দেব।’ আমি তখন তাঁর কাছে দু’ মাস থাকলাম। তারপর তিনি বললেন, যখন ‘আবদুল কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কোন্ গোত্রের লোক? অথবা কোন্ দূত?” তারা বললো, রবীআ গোত্রের। তিনি বললেন, ঐ গোত্রের অথবা দূতের শুভাগমন হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা অনুতাপে এসেছে। তারা বললো, “হে আল্লাহর রসূল! আমরা সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আমাদের ও আপনাদের মাঝখানকার এলাকায় কাফের মুদার গোত্র বাস করে। কাজেই আমাদেরকে আপনি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো হুকুম দিন। আমরা তা অন্যদেরকে জানিয়ে দেব। আর তার মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাতে যেতে পারি।” তারা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পানীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের হুকুম দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কি?” তারা বললো, “আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।’ তিনি বললেন : এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযানে রোযা রাখা। আর তোমরা গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি সবুজ কলসী, শুকনা লাউয়ের খোল, খেজুর কাণ্ডের কাঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখান বাসন—এ চারটি (জিনিসের ব্যবহার) নিষেধ করলেন।^{৭১} তারপর তিনি বললেন, এসব কথা তোমরা মনে রেখে অন্য সকলকে জানিয়ে দাও।

৪১. অনুচ্ছেদ : সব কাজই নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পায়। ঈমান, অবু, নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো [রসূলুল্লাহ স.-এর] উপরোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

৭১. এতলো ছিল মদের পাত্র। মদ সংরক্ষণ ও পানের জন্য এ পাত্রগুলো ব্যবহার করা হতো। এ পাত্রগুলো হারাম করার কারণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমতঃ মদ হারাম হবার পর তখন বেশী দিন অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই এ পাত্রগুলো দেখলে আবার মদের স্মৃতি জেগে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। ফলে মদ পানের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তখনো পর্যন্ত এ পাত্রগুলোতে মদের কিছুটা প্রভাব মিশ্রিত থাকাও অসম্ভব ছিল না।

আল্লাহ বলেছেন :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ .

“বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে।” (এ আয়াতে شَاكِلَتِهِ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ত)। (এছাড়া) কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় নিজের পরিবারের জন্য খরচ করলে সেটাও সদকা বলে গণ্য হয়। আর নবী স. বলেছেন : (মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই)। তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকী রয়েছে।

৫২. عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৫২. উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

৫৩. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৩. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবারের জন্য খরচ করলে তা তার জন্য সদকা হবে।

৫৪. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ .

৫৪. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোনো খরচ করলে তার পুরস্কার তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে (তারও সওয়াব পাবে)।

৪২. অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্য 'নসীহত' (কল্যাণ কামনার পথ) অবলম্বন করা হচ্ছে দীন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

“যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নসীহত অবলম্বন করো।”

৫৫. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৫. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে রীতিমত নামায পড়ার, যাকাত দেয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার (ওয়াদার) বাইআত করেছি।

৫৬. عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَمَّا يَأْتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .

৫৬. যিয়াদ ইবনে আলাকা রা. বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বার মৃত্যুর দিনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহকে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির পর বলেন, আল্লাহকে ভয় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। তোমাদের (মৃত আমীরের বদলে অন্য) আমীর আসা পর্যন্ত শান্ত ও নিশ্চিতভাবে থাকা উচিত। সে আমীর এখনই আসবেন। তারপর তিনি বলেন, “তোমরা তোমাদের আমীরের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে এসে বললাম : ‘আমি আপনার কাছে ইসলামের ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করতে চাই। তখন তিনি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার শর্ত লাগালেন। আমি সেই শর্তেই বাইআত গ্রহণ করলাম। আর এ মসজিদের রব আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।’ এরপর (জারীর) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মিস্বর থেকে নেমে গেলেন।

